# সংবিধান সংস্কার কমিশন

## ব্লক-১, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

**১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫** তারিখে অফলাইনে প্রকাশিত সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং অন্যান্য সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত সংবাদ:

| ক্র.নং | সংবাদ শিরোনাম | পত্রিকার নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১. | অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ<br>**যুগ যুগ ধরে তৈরি বৈষম্য দ্রুত ঠিক হবে না** | দৈনিক কালবেলা | পৃষ্ঠা: ০২ |
| ২. | অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ-<br>বছরের পর বছর ধরে চলা বৈষম্য শুধু প্রাণের বিনিময়ে দূর হবে না | দৈনিক কালের কণ্ঠ | পৃষ্ঠা: ১১ |
| ৩. | অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ-<br>**সম্ভাবনাময় নতুন বাংলাদেশ শুরু হয়েছে** | দৈনিক মানবজমিন | পৃষ্ঠা: ১২ |
| ৪. | ৮৬ শতাংশ মানুষ নির্দলীয় সরকারের নির্বাচন চায় | দৈনিক ইনকিলাব | পৃষ্ঠা: ০১ |
| ৫. | পরিকল্পনা কমিশন সংস্কারে টাস্কফোর্সের ৭ সুপারিশ | দৈনিক কালের কণ্ঠ | পৃষ্ঠা: ০৩ |
| ৬. | সংস্কার কমিশনের সুপারিশ-<br>**বিচারাঙ্গন হতে হবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত** | বাংলাদেশ প্রতিদিন | পৃষ্ঠা: ০১ |
| ৭. | রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে সাংবিধানিক কাউন্সিল | বাংলাদেশ প্রতিদিন | পৃষ্ঠা: ০১ |
| ৮. | প্রধানমন্ত্রীকে স্বৈরশাসক বানিয়েছে এ সংবিধান | দৈনিক আমার দেশ | পৃষ্ঠা: ১৬ |
| ৯. | যুক্তরাষ্ট্র দূতের সাক্ষাৎ<br>সংস্কারে অব্যাহত সমর্থন চান ড. ইউনুস | দৈনিক আমার দেশ | পৃষ্ঠা: ১৬ |
| ১০. | সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন<br>**অবৈধ আয় বৈধের পথ বন্ধের সুপারিশ** | দৈনিক যুগান্তর | পৃষ্ঠা: ১৬ |
| ১১. | মানবাধিকার নিয়ে যেসব সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন | দৈনিক মানবজমিন | পৃষ্ঠা: ০১ |
| ১২. | তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে রিভিউ শুনানি দুই সপ্তাহ মুলতবি | দৈনিক ইনকিলাব | পৃষ্ঠা: ০৪ |

# দৈনিক কালবেলা ১২-০২-২০২৫

অধ্যাপক আলী রীয়াজ

## যুগ যুগ ধরে তৈরি বৈষম্য দ্রুত ঠিক হবে না

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ বলেছেন, যুগের পর যুগ দেশে যে বৈষম্য তৈরি হয়েছিল, সেটা আমরা কয়েক মাসে ঠিক করে দেব—এটা ভাবার সুযোগ নেই। তবে চব্বিশের আন্দোলন বলে দিচ্ছে, আপনারা পারেন। নব্বইয়ের আন্দোলন বলে দেয়, আপনারা পারবেন। অনেকে বলেছিল, বাংলাদেশ টিকবে না। দেশের জনগণ দেখিয়ে দিয়েছে, সম্ভাবনাময় নতুন বাংলাদেশ শুরু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আলী রীয়াজ এসব কথা বলেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আমরা সুন্দর পরিবেশ পেয়েছি। মেধা, পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার কারণে সবাইকে এখানে নিয়ে আসছে। অন্যদের সহযোগিতা ছাড়া এককভাবে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করতে হবে পর্দার অন্তরালের লোকদের। যাদের অবদানের কারণে এখানে আসছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকতে হবে। আপনি যদি স্বীকার করতে না পারেন, তাহলে ব্যক্তির সাফল্যের উদযাপন হবে। দেশের জন্য কোনো কাজে আসবে না।

তিনি বলেন, যদি অগ্রসর হতে চাই, তাহলে সবাই মিলেমিশে কাজ করতে হবে। আপনারা দেশের ভবিষ্যৎ কান্ডারি। মেধা, শ্রম ও জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিযোগিতাই অনুপ্রাণিত করবে জ্ঞান অর্জনে। যে জ্ঞান কেবলমাত্র একক চিন্তায় আবদ্ধ করে, সে জ্ঞান রাষ্ট্রচিন্তায় কোনো কাজে আসে না।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় কোরআন তিলাওয়াত ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে নিহত ও আহতদের জন্য দোয়া করা হয়।

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ড. এস এম আব্দুল আওয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. মো. আনোয়ারুল আজিম আকন্দ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মুহাম্মদ নাসরুল্লাহ, রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. এস এম আব্দুর রাজ্জাকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

দৈনিক কালের কণ্ঠ ১২-০২-২০২৫

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ**

# বছরের পর বছর ধরে চলা বৈষম্য শুধু প্রাণের বিনিময়ে দূর হবে না

*পাবনা প্রতিনিধি*
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ০০:০০শেয়ার

বছরের পর বছর, দশকের পর দশক ধরে যে বৈষম্য চলে আসছে, সেই বৈষম্য শুধু প্রাণের বিনিময়ে দূর হবে না বলে মন্তব্য করেছেন সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান ও যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিস্টিংগুইশড অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ওরিয়েন্টেশন প্রগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, ‘আজ আমরা যে বৈষম্যের কথা বলছি, যেই আন্দোলনের জন্য মানুষ জীবন দিল, যে দাবিতে যে তাগিদে মানুষ প্রাণ দিয়েছে, সেটা আগামীকাল অর্জিত হবে—এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। অনেকেই আশাহত হচ্ছেন—এত প্রাণ গেল, এত কিছু হলো, কই বৈষম্য তো কমছে না।

যে বৈষম্য তৈরি হয়েছে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, কাঠামোগতভাবে তৈরি করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠান দিয়ে যাকে স্থায়ীকরণ করা হয়েছে, তা কেবল প্রাণের বিনিময়ে অবিলম্বে সব অর্জন করতে পারব, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই।’

তিনি বলেন, ‘কিন্তু আমরা প্রত্যেকে দায়িত্ববোধের দিক থেকে, আচরণ দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, চর্চা দিয়ে একটু একটু করে করতে পারব। আমরা যদি সহমর্মিতার বোধ তৈরি করতে পারি এবং ভিন্নমত সত্ত্বেও একটি টেবিলে বসতে পারি, তাহলেই আমরা পারব।’

# দৈনিক মানবজমিন ১২-০২-২০২৫

অধ্যাপক আলী রীয়াজ-

## সম্ভাবনাময় নতুন বাংলাদেশ শুরু হয়েছে

**স্টাফ রিপোর্টার, পাবনা থেকে**

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, বুধবার

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান প্রফেসর ড. আলী রীয়াজ বলেছেন, যুগের পর যুগ দেশে যে বৈষম্য তৈরি হয়েছিল, সেটা আমরা কয়েক মাসে ঠিক করে দেবো- এটা ভাবার সুযোগ নেই। তবে '২৪-এর আন্দোলন বলে দিচ্ছে আপনারা পারেন। '৯০-এর আন্দোলন বলে দেয় আপনারা পারবেন। অনেকে বলেছিল বাংলাদেশ টিকবে না। দেশের জনগণ দেখিয়ে দিয়েছেন সম্ভাবনাময় নতুন বাংলাদেশ শুরু হয়েছে।

গতকাল দুপুরে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ড. আলী রীয়াজ বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আমরা সুন্দর পরিবেশ পেয়েছি। মেধা, পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার কারণে সবাইকে এখানে নিয়ে আসছে। অন্যদের সহযোগিতা ছাড়া এককভাবে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। পর্দার অন্তরালের লোকদের প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করতে হবে। যাদের অবদানের কারণে এখানে আসছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকতে হবে। আপনি যদি স্বীকার করতে না পারেন তাহলে ব্যক্তির সাফল্যের উদ্‌যাপন হবে। দেশের জন্য কোনো কাজে আসবে না।

তিনি বলেন, যদি অগ্রসর হতে চাই তাহলে সকলে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। আপনারা দেশের ভবিষ্যৎ কাণ্ডারী। মেধা, শ্রম ও জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিযোগিতাই অনুপ্রাণিত করবে জ্ঞান অর্জনে। যে জ্ঞান কেবলমাত্র একক চিন্তায় আবদ্ধ করে সে জ্ঞান রাষ্ট্রচিন্তায় কোনো কাজে আসে না। নতুন নতুন জ্ঞান সংযুক্ত করতে হবে। নতুন কোনো চিন্তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করবেন যেটি দেশের পরিবেশ চায় কিনা সেটা খেয়াল রাখতে হবে। পরিবেশকে রক্ষা করে না এমন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মানুষের জন্য উপযুক্ত নয়। প্রাণ ও প্রকৃতিকে রক্ষা না করতে পারলে বাংলাদেশ রক্ষা হবে না।

তিনি আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে যে জ্ঞানের চর্চা করবে সেটার সহমর্মিতা থাকতে হবে। সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য সহমর্মিতাবোধ থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হলো মুক্ত চিন্তার শিক্ষা। আপনারা জ্ঞানের চর্চা করবেন। সেটা যেভাবেই হোক। পত্রিকার খবর পড়বেন, আর্টিকেল পড়বেন, সবই জ্ঞান চার্চার মাধ্যম। সমাজের সবার থেকে শিক্ষা নিতে হবে। যিনি কোনো মহাবিদ্যালয় থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেননি তাদের থেকেও শিক্ষা নেয়ার সুযোগ রয়েছে। এর আগে সকাল সাড়ে ১০ টায় কোরআন তিলাওয়াত ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে নিহতদের জন্য ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে নিহত ও আহতদের জন্য দোয়া করা হয়।

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এসএম আব্দুল আওয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন- মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. মো. আনোয়ারুল আজিম আকন্দ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. নকীব মুহাম্মদ নাসরুল্লাহ, রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এসএম আব্দুর রাজ্জাকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পাবনায় কর্মরত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

# দৈনিক ইনকিলাব ১২-০২-২০২৫

## ৮৬ শতাংশ মানুষ নির্দলীয় সরকারের নির্বাচন চায়

জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্দলীয় সরকারের অধীনে হওয়া উচিত বলে মনে করেন দেশের ৮৬ শতাংশ মানুষ। আনুপাতিক পদ্ধতিতে ভোটের পক্ষে মানুষের সাড়া একেবারেই কম। বেশির ভাগ মানুষ সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার পক্ষে।

তবে সেখানে সরাসরি ভোট চান তাঁরা। সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত জাতীয় জনমত জরিপ-২০২৪-এ মানুষের এ মতামত উঠে এসেছে। সংবিধান সংস্কার কমিশন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মাধ্যমে এ জরিপ করে। কমিশনের প্রতিবেদনের সঙ্গে জরিপটি প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশন তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, জরিপে গত ৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

দেশের ৬৪ জেলা থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে ৪৫ হাজার ৯২৫টি খানার (পরিবার) ১৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সী মানুষের কাছ থেকে জনসংখ্যা অনুপাতে মতামত নেওয়া হয়েছে। কমিশন আরও বলেছে, তারা বিভিন্নভাবে অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ করেছে। তবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মতামতের প্রতিফলনের জন্য তারা জরিপ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

জরিপে প্রশ্নের একটি বিষয় ছিল নির্বাচনকালীন সরকার। এতে ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে নির্বাচনের পক্ষে মত দিয়েছেন মাত্র ৬ শতাংশ মানুষ। আরও ৬ শতাংশের বেশি এ বিষয়ে না জানার কথা জানিয়েছেন। উত্তর দিতে রাজি হননি প্রায় ২ শতাংশ মানুষ। বাকি প্রায় ৮৬ শতাংশ নির্বাচন নির্দলীয় সরকারের অধীনে হওয়া উচিত বলে মত দেন। ১৯৯১ সালে গণতন্ত্রে ফেরার পর থেকে বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ দুবার : জরিপে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাতে প্রেসিডেন্টের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন প্রায় ৩৭ শতাংশ উত্তরদাতা। আর ৪৫ শতাংশ মনে করেন, ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকা উচিত। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ দুবারের পক্ষে প্রায় ৬৪ শতাংশ মানুষ। তবে ১০ শতাংশ বলেছেন, পরপর দুবারের বেশি প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ হওয়ার পক্ষে নন তাঁরা। আর ১৫ শতাংশ মনে করেন, মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন দলের প্রধান পদে থাকা উচিত নয় বলে মনে করেন ৪৯ শতাংশ মানুষ। ৩৭ শতাংশের মত হলো, দুই পদে এক ব্যক্তি থাকতে পারেন। জাতীয় সংসদের মেয়াদ চার বছর করার পক্ষে নন সাধারণ মানুষ। পাঁচ বছর মেয়াদের পক্ষে ৭৮ শতাংশ, চার বছরের পক্ষে ১৬ শতাংশের কিছু বেশি মানুষ।

সংসদ গঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি কী হবে, সেই প্রশ্নে ৭৮ শতাংশ মানুষ প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ভোটের পক্ষে মত দিয়েছেন। মানে হলো, এখন প্রচলিত ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন তাঁরা। রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে সংসদ গঠনের পক্ষে ৯ শতাংশের কম মানুষ। সংসদকে দুই ভাগে (উচ্চ ও নি¤ŕকক্ষ) বিভক্ত করার পক্ষে প্রায় ৩৫ শতাংশ মানুষ। আর ৩৯ শতাংশ এর বিপক্ষে। ২৩ শতাংশের বেশি মানুষ এর উত্তর দিতে নারাজ। বর্তমান পদ্ধতিতে সংসদ সদস্যরা সংসদে নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারেন না। ৮৩ শতাংশ মানুষ মনে করেন, এ ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকা উচিত নয়। সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের পক্ষে মত দিয়েছেন প্রায় ৮২ শতাংশ মানুষ।

নারী আসনের পক্ষে ৭৫% মানুষ : জাতীয় সংসদে এখন নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা ৫০। তবে সেখানে সরাসরি ভোট হয় না। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন ৭৫ শতাংশ মানুষ। বিপক্ষে মত দিয়েছেন ১৯ শতাংশের কিছু কম উত্তরদাতা। নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে ৮৩ শতাংশ মানুষ। সংবিধানে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার সুস্পষ্ট বিধানের পক্ষে ৯১ শতাংশের কিছু বেশি মানুষ।

নাগরিকদের মতপ্রকাশ ও কথা বলার স্বাধীনতায় কোনো ধরনের বিধিনিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয় বলে মনে করেন ৫৩ শতাংশ উত্তরদাতা। আর ৪৩ শতাংশের কিছু বেশি মানুষ সাংবিধানিক বিধিনিষেধের পক্ষে। সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেওয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকার পক্ষে ৬১ শতাংশের বেশি মানুষ। ২৯ শতাংশ মনে করেন, এ ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয়।

দৈনিক কালের কণ্ঠ ১২-০২-২০২৫

# পরিকল্পনা কমিশন সংস্কারে টাস্কফোর্সের ৭ সুপারিশ

পরিকল্পনা কমিশন সংস্কার চায় অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স। এ ক্ষেত্রে সাত দফা সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পাশাপাশি কার্যক্রমেরও সংস্কার করতে বলা হয়েছে। সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে 'বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ' সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন জমা দেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। সেখানে এসব সুপারিশ দেওয়া হয়েছে।

টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে দেখা যায়, পরিকল্পনা কমিশনকে একটি বাজেটকেন্দ্রিক ইউনিট থেকে বের করে আনার কথা বলা হয়েছে। এর বিপরীতে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা সংস্থায় রূপান্তরকরণ, অভিজ্ঞ ও সফল অবকাঠামো এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাবিদদের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া চলমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিকল্পনা কমিশনের কাঠামোগত সংস্কার জরুরি বলে মনে করছে টাস্কফোর্স।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএমএম) নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তফা কে মুজেরী বলেন, 'বিশ্ব অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সুতরাং আমাদেরও ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন আনতে হবে। সে হিসাবে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিকল্পনা কমিশন সংস্কার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে টাস্কফোর্সের সুপারিশগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

পাশাপাশি সংস্কারের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনকে গতানুগতিকতার বাইরে বের করে আনতে যা যা করা দরকার—তার সবই করা উচিত।'

**সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে :** কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো : পরিকল্পনা কমিশনকে অবশ্যই বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে প্রযুক্তিগত পেশাদারদের নিয়োগের মাধ্যমে এবং মূল অবকাঠামো মন্ত্রণালয়ের মধ্যে শক্তিশালী সেক্টরাল প্ল্যানিং বিভাগ স্থাপনের মাধ্যমে তার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা জোরদার করতে হবে।

**লিভারেজ থিংকট্যাংক :** অন্যান্য দেশের অনুকরণে বাংলাদেশেও তালিকাভুক্ত থিংকট্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্র করে বাংলাদেশের জন্য জাতীয় থিংকট্যাংক হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনকে তৈরি করা দরকার। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত মাল্টিমোডাল অবকাঠামো উন্নয়ন মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত ও আপডেট করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

**সেক্টরাল প্ল্যানের কাস্টোডিয়ান :** পরিকল্পনা কমিশনকে সব সেক্টরাল মাস্টারপ্ল্যানের জন্য অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত।

একটি ব্যাপক, কৌশলগত ও সমন্বিত মাল্টিমডাল মাস্টারপ্ল্যানের সঙ্গে সমন্বয় ও যোগসূত্র নিশ্চিত করা দরকার।

**একটি জাতীয় প্রকল্প ড্যাশবোর্ড তৈরি :** পরিকল্পনা কমিশনে একটি ড্যাশবোর্ড তৈরি করা প্রয়োজন। এই ড্যাশবোর্ডে দেশের সব প্রকল্পের তালিকা এবং আপডেট থাকবে। পাশাপাশি পরিকল্পনা এবং আর্থ-সামাজিক পরামিতি, ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক ডাটা বেনিফিট মনিটাইজেশন ফ্যাক্টর ইত্যাদি, পুনরুৎপাদনযোগ্য সম্ভাব্যতা অধ্যয়নের ফলাফলসহ প্রাসঙ্গিক সব কিছুই থাকবে, যাতে ভবিষ্যতে যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এই ড্যাশবোর্ডের তথ্য যাচাই-বাছাই করা সম্ভব হয়।

**একটি কার্যকর ওয়েবসাইট তৈরি :** প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের জন্য একটি অফিশিয়াল প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এতে নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

**স্টাফিং প্যাটার্ন পুনর্গঠন : সফল** আন্তর্জাতিক মডেলগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রযুক্তিগত পেশাদারের অনুপাত ৮৫ শতাংশের ওপরে বৃদ্ধি করা দরকার। এ জন্য বর্তমান যে অর্গানোগ্রাম আছে সেটিতেও সংস্কার করতে হবে।

**বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলনের ওপর ভিত্তি করে সংস্কার বাস্তবায়ন :** অভ্যন্তরীণভাবে সংস্কারের উদ্যোগগুলো চালাতে হবে। তবে সফল প্রমাণিত বৈশ্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার। অনুমোদিত পেশাদার সংস্থাগুলোকে পরিকল্পনা কমিশনের কাজের সঙ্গে জড়িত করা প্রয়োজন।

# বাংলাদেশ প্রতিদিন ১২-০২-২০২৫

আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন নয়

অঙ্গসংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না

বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য অসদাচরণ

আদালত অঙ্গনে মিছিল সমাবেশ নিয়ন্ত্রণে আইন

আমরা জনগণের পক্ষে

# বিচারাঙ্গন হতে হবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত

আরাফাত মুন্না

দেশের বিচারাঙ্গন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে বেশ কিছু সুপারিশ করেছে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন। আইনজীবী সমিতি এবং বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের কোনো ভূমিকা থাকবে না। কোনো রাজনৈতিক দল আইনজীবীদের কোনো সংগঠন নিজেদের অঙ্গসংগঠন হিসেবেও স্বীকৃতি দিতে পারবে না। বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে বলেও সংস্কার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংস্কার কমিশন বলেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আদালত চত্বরে রাজনৈতিক সমাবেশ, মিছিল এবং বিক্ষোভের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এ ধরনের কর্মকা ের সঙ্গে জড়িতরা রাজনৈতিক আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগও পেয়েছেন। এমন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে রাজনৈতিক এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

# বিচারাঙ্গন হতে হবে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] দলগুলোর সুস্পষ্ট অঙ্গীকার প্রয়োজন। আইনজীবীদের রাজনৈতিক কর্মকা সম্পর্কে সুপারিশে বলা হয়েছে, আদালতের স্বাভাবিক বিচারিক কার্যক্রম ব্যাহত করে এমন রাজনৈতিক কর্মকা থেকে আইনজীবীদের বিরত থাকা আবশ্যক। আদালত প্রাঙ্গণে এ ধরনের কর্মসূচি বা কর্মকা পেশাগত অসদাচরণের অন্তর্ভুক্ত করে বার কাউন্সিলের মাধ্যমে এ ব্যাপারে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলন করা এবং এজন্য বার কাউন্সিল আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা জরুরি।

বিচারকদের রাজনৈতিক কর্মকা র বিষয়ে কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে, বিচারকদের অবশ্যই সব ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব ও সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ অসদাচরণ হিসেবে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট আচরণবিধি অনুসারে এ বিষয়ে কঠোরভাবে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আদালত প্রাঙ্গণে সভাসমাবেশের বিষয়ে সুপারিশে বলা হয়েছে, হাই কোর্টের ২০০৫ সালের রায় অনুযায়ী আদালত চত্বরের মধ্যে কোনো জমায়েত, মিছিল, বিক্ষোভ, বয়কট বা ঘেরাও কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টকে স্পষ্ট নির্দেশ জারি করতে হবে। নির্দেশ মানা হচ্ছে কি না, তা-ও তদারকি করতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে। সুপারিশে আরও বলা হয়েছে, আদালত প্রাঙ্গণে মিছিল, সমাবেশ, অবস্থান, ঘেরাও কর্মসূচি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমানে আদালত প্রাঙ্গণে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার ঘোষণা রয়েছে। তবে বর্তমান কাঠামোয় বিচার বিভাগ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই। ফলে বিগত কয়েক দশকে বিচার বিভাগের ওপর সহজেই রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে দেখা গেছে। বিচার বিভাগ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম হিসেবে অপব্যবহারের কারণে পুরো সমাজকে ভুক্তভোগী হতে হয়েছে। সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিচার বিভাগ রাজনীতিকরণের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটেছে। যোগ্যতর ও কর্মে প্রবীণ বিচারককে প্রধান বিচারপতি বা আপিল বিভাগের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পরিবর্তে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অধস্তন আদালতের বিচারকদের হাই কোর্ট বিভাগের বিচারক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার পরিবর্তে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন রায়ে রাজনৈতিক প্রভাবের প্রতিফলনের বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোনো কোনো রায়ে অপ্রয়োজনীয় ও দৃষ্টিকটুভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য, মতামত ও বিতর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাজনীতি ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মামলার রায়ে ক্ষমতাসীন দলের 'ইচ্ছা' বাস্তবায়নের নজির দেখা গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন মামলার রায়। এ রায়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রবর্তিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা অবৈধ ঘোষণা করা হয়। আইনজীবীদের রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে মামলা পরিচালনায় তাদের সুবিধা প্রদানের প্রবণতা এবং মামলার ফলাফলে তার প্রতিফলন দেখা যায় বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন ১২-০২-২০২৫

# রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে সাংবিধানিক কাউন্সিল

কাজী সোহাগ

ক্ষমতায় ভারসাম্য আনতে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের (এনসিসি) সুপারিশ করেছে সংবিধান সংস্কার কমিটি। সংসদ থাকা ও না থাকা অবস্থায়ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে এই কাউন্সিল। এটা রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। সংবিধানে থাকা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তের জন্যে এনসিসি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এটা হবে রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

সংবিধান সংস্কার কমিশন জানিয়েছে, অধিকাংশ সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে এনসিসি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এতে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্বাহী বিভাগের তথা রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর একক নিরঙ্কুশ আধিপত্য থেকে মুক্ত করে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় এনে গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাবে। ৮ ফেব্রুয়ারি সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ ৬ সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

# রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিয়ন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজকে প্রধান করে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। এর আগে কমিশন তাদের সুপারিশের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করে। সুপারিশ অনুযায়ী, সংসদ বহাল থাকলে কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে থাকবেন- রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, নিম্নকক্ষের স্পিকার, উচ্চকক্ষের স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, বিরোধী দল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার ও প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের বাকি সব সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত একজন।

অন্যদিকে সংসদ না থাকলে কাউন্সিলের সদস্য থাকবেন রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা, বিচারপতি ও প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের দুজন সদস্য। সংস্কার কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে- এনসিসি সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করবে। আইনসভা আইন দ্বারা এনসিসিকে অতিরিক্ত কার্যভার অর্পণ করতে পারবে। এ ছাড়া এনসিসি-নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনার, প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধান, আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম পাঠাবে। পাশাপাশি এনসিসি নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নাম পাঠাবে। এনসিসি নিজস্ব কর্মপদ্ধতি এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় রুলস তৈরি করবে।

সুপারিশে বলা হয়েছে- এনসিসি প্রতি তিন মাসে অন্তত একটি সভা আয়োজন করবে। তবে রাষ্ট্রপতি যে কোনো সময়ে বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারবেন। বিশেষ প্রয়োজনে এনসিসির তিন সদস্যের লিখিত অনুরোধে রাষ্ট্রপতি জরুরি সভা আহ্বানে বাধ্য থাকবেন। রাষ্ট্রপতি নিয়মিতভাবে এবং তার অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি, এনসিসির সভায় সভাপতিত্ব করবেন। এনসিসি গঠনের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সংবিধান সংস্কার কমিশন জানিয়েছে, সংবিধানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় অতীতে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনা সম্ভব হয়নি। দেশের প্রতিটি রাষ্ট্রীয় অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় অতীব জরুরি। এর মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত চাহিদার বাস্তবিক রূপায়ণ সম্ভব। এই মর্মে, কমিশন রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে একটি সমন্বিত সংস্থা, যা জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল নামে পরিচিত হবে।

কমিশন জানিয়েছে, এনসিসি হবে রাষ্ট্রের মধ্যে গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সাংবিধানিক কলেজিয়াল বা যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করবে এবং শাসনব্যবস্থায় পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রাষ্ট্রের অঙ্গসমূহ ও সরকারের বিভিন্ন শাখাগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে এনসিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এনসিসি রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে সাংবিধানিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে।

ফ্রান্স, ক্যামেরুন, নাইজেরিয়া, ঘানা, কম্বোডিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং কাজাখস্তানসহ বিশ্বের অনেক দেশের সংবিধান আদলে সাংবিধানিক কাউন্সিলের ধারণা গ্রহণ করেছে।

দৈনিক আমার দেশ ১২-০২-২০২৫

# প্রধানমন্ত্রীকে স্বৈরশাসক বানিয়েছে এ সংবিধান

**এমরান এস হোসাইন**

বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধান প্রধানমন্ত্রীকে স্বৈরশাসকে পরিণত করেছে বলে উল্লেখ করেছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। রাষ্ট্রপতিকে আলঙ্কারিক পদ উল্লেখ করে কমিশন তার প্রতিবেদনে বলেছে, প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতার এত ব্যাপক কেন্দ্রীকরণ তাকে স্বৈরশাসকে পরিণত করেছে। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান নিজ হাতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কাটছাঁট করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছে বলে কমিশনের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজের নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংস্কার কমিশন গত ১৫ জানুয়ারি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়। ওই দিনই প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করা হয়। গত ৮ ফেব্রুয়ারি কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। প্রতিবেদনে সংবিধান বিশেষজ্ঞ একাধিক লেখক, আইনজীবীর বিভিন্ন ধরনের লেখা ও বইয়ের উদাহরণও তুলে ধরা হয়।

কমিশন তার সুপারিশে সংবিধান সহজবোধ্য করতে বিদ্যমান সাধু ভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষায় এবং প্রমিত বাংলা বানানে লেখার বিষয়টি বিবেচনার আনার

## সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

- শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ করেন
- সাংবিধানিক পদে নিয়োগের সুপারিশ করবে এনসিসি
- আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারক হবেন প্রধান বিচারপতি

কথা বলেছে। এতে বলা হয়, সংবিধানের ভাষা সহজ করা সংবিধানের আকার ছোট করার বিষয়ে অংশীজন মতামত দিয়েছেন। কমিশন মনে করে, ভবিষ্যতে এ বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হবে।

বিদ্যমান সংবিধান জবাবদিহিমূলক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৭২ সালের সংবিধান গণক্ষমতাকে পাকাপোক্ত না করে

পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

# প্রধানমন্ত্রীকে স্বৈরশাসক বানিয়েছে এ সংবিধান

শেষ পৃষ্ঠার পর

ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্র কাঠামোকেই অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের এক লেখা উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থায় যেমন রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা এককেন্দ্রীকরণ ঘটে, ঠিক তেমনি এই ক্ষেত্রে ক্ষমতা এককেন্দ্রীকৃত হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা এককেন্দ্রীকরণ ঘটানোর ও মৌলিক অধিকার হরণের ব্যবস্থাদি সংবিধানে রয়ে গেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক মঈনুল ইসলামের 'সংবিধানের যে ভুল সংশোধন না করলে রাষ্ট্র সংস্কার অসম্ভব' লেখার বিষয়টি তুলে ধরে সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়–সংবিধানের আরেকটি মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে 'নির্বাচিত একনায়কের' ক্ষমতা দিয়ে সর্বশক্তিমান করে ফেলার ব্যবস্থা করা। ১৯৭২ সালে যখন সংবিধানটি প্রণয়ন করা হয়, তখন প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। খসড়া সংবিধান শেখ মুজিবের কাছে পেশ করা হলে তিনি নিজের হাতে কেটেছেঁটে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে রাষ্ট্রপতির তুলনায় একচ্ছত্র করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাহীন বানিয়ে ফেলা হয়েছিল।

কমিশন তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, বিদ্যমান সংবিধানে আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের সব অঙ্গের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। এই কেন্দ্রীকরণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভেতরে যেমন সম্প্রতি নষ্ট করেছে, তেমনি ধ্বংস করেছে ভারসাম্য। রাষ্ট্রের সব কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। ৭০ অনুচ্ছেদে সংসদ নেতা হিসেবে তার ইচ্ছা অনুযায়ী, দলীয় সদস্যদের ভোট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রতীকী নেতা হিসেবে প্রায় প্রতিটি কাজ রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক করতে হয়।

বিদ্যমান ব্যবস্থায় কেবল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করে নিজে নিয়োগ দিতে পারেন। হাইকোর্ট ও অধস্তন বিচারক প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক করতে হয়।

তবে কমিশন তার প্রতিবেদনে দাবি করেছে, সংবিধানে উল্লেখ থাকলেও রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বাস্তবিক কোনো তাৎপর্য নেই। কেননা সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর পছন্দসই ও বিশ্বস্ত দলীয় প্রার্থীই রাষ্ট্রপতি হন। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধান বিচারপতি নিয়োগে রাষ্ট্রপতি কখনো প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ উপেক্ষা করেননি বলেও প্রতিবেদনে দাবি করা হয়।

সংস্কার কমিশন রাষ্ট্রপতির কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের সুপারিশ করছে। সুপারিশে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক, মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে রাষ্ট্রপতি একক ক্ষমতা বলে নিয়োগ দেবেন বলে সুপারিশ করেছেন। এই বিশেষ কার্যাবলি কিংবা সংবিধানে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কাজ করবেন বলে সুপারিশ করেছে। এদিকে কমিশন জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন বন্ধে সংস্কার কমিশন আপিল বিভাগের বিচারকের মধ্য থেকে মেয়াদের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করেছে।

আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন বলে সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছে। পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিদ্যমান সংবিধানে ৭ (খ) বিধান যুক্ত করে সংবিধানের এক-তৃতীয়াংশের বেশি বিধান 'সংশোধন-অযোগ্য' ঘোষণা করার যে বিধান করেছিল, সংস্কার কমিশন সেটাকে 'সাংবিধানিক হাতকড়া' হিসেবে উল্লেখ করে ওই অনুচ্ছেদ বাতিলের সুপারিশ করেছে।

বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্র অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে উল্লেখ করে সমাজতন্ত্র বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। অধস্তন আদালতের পরিবর্তে স্থানীয় আদালত করার সুপারিশ করেছে। 'অধস্তন আদালত' অভিব্যক্তিটি আদালতগুলোর মর্যাদা ও মূল্যবোধের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ উল্লেখ করে এ সুপারিশ করা হয়।

এদিকে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; অ্যাটর্নি জেনারেল; সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনার; প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর প্রধান এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবেন বলে সুপারিশ করেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্য ইমরান সিদ্দিকী আমার দেশকে বলেন, বিদ্যমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়েছে। এই ক্ষমতা তাকে স্বৈরশাসকে পরিণত করেছে। শেখ মুজিবুর রহমান নিজ হাতে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা একচ্ছত্র করেছিলেন।

ইমরান সিদ্দিকী জানান, কমিশন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ভারসাম্য আনার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করেছে। বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা পুরোটাই রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করার কথা বলেছেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির বিশেষ কিছু করণীয় থাকবে না। কারণ তারা সুপারিশে বলেছে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারকদের প্রধান বিচারপতি নিয়োগের সুপারিশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের কোনো সুযোগ থাকবে না। এ ছাড়া অন্যান্য সাংবিধানিক পদে নিয়োগে জন্য এনসিসি রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করবে।


Heaven's Light is our Guide

RUET

**Rajshahi University of Engineering & Technology**

**Office of the Chief Engineer**

Kazla, Motihar Rajshahi – 6204

Phone : +88-025-88861541154, Fax: +88-025-88867029

E- mail- peuser@ruet.ac.bd

Memo No. Pro/RUET/e-tender/GOB/26/2024-2025/3562 Date: 11/02/2025

দৈনিক আমার দেশ ১২-০২-২০২৫

যুক্তরাষ্ট্র দূতের সাক্ষাৎ

# সংস্কারে অব্যাহত সমর্থন চান ড. ইউনূস

**স্টাফ রিপোর্টার**

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি জ্যাকবসন। গতকাল মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ সাক্ষাৎকালে মূল প্রকল্প ও সংস্কারে অব্যাহত মার্কিন সমর্থন চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, বৈঠকে ড. ইউনূস ও জ্যাকবসন পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং বিশ্বব্যাপী ইউএসএআইডির কাজ স্থগিত করার মার্কিন সিদ্ধান্তের ফল নিয়ে আলোচনা করেন। অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার এজেন্ডা, রোহিঙ্গা সংকট, অভিবাসন এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন তারা।

ঐকমত্য কমিশন গঠন এবং দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শুরু করতে নেওয়া সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, যখন আমরা সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছি, রাজনৈতিক দলগুলো সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য জুলাইয়ের সনদে স্বাক্ষর করবে।

চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স জ্যাকবসন বলেন, একটি নতুন সরকারের জন্য নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়া উচিত। এ সময় সম্প্রতি চালু করা অপারেশন ডেভিলস হান্ট সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন তিনি। বাংলাদেশের সমাজে সমঝোতার

⏭ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

# সংস্কারে অব্যাহত সমর্থন

শেষ পৃষ্ঠার পর

আহ্বান জানিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, প্রতিশোধের চক্রটি ভাঙতে এবং দেশে শান্তি ও সম্প্রীতির ভিত্তি তৈরি করতে জনগণকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখায় মার্কিন প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, মার্কিন সহায়তা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বখ্যাত স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআর'বির জীবন রক্ষাকারী প্রচেষ্টাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোতে সহায়তা বন্ধের মার্কিন সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রফেসর ইউনূস। বাংলাদেশ এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের হাইতির মতো দেশে ডায়েরিয়া ও কলেরা থেকে মৃত্যু প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনতে আইসিডিডিআর'বির ভূমিকা তুলে ধরেন তিনি।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ইউএসএআইডির সঙ্গে যাই ঘটুক না কেন, পুনর্গঠন, সংস্কার ও পুনর্গঠনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বাংলাদেশের যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন প্রয়োজন। এটি বন্ধ করার সময় এখন নয়।

**বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক**

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন রাইজার বলেন, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে কর নীতি ও প্রশাসন, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এবং পরিসংখ্যানসহ স্বচ্ছতা ও শাসনব্যবস্থার উন্নতির জন্য জরুরি সংস্কারের একটি পরিসরে সহায়তা করছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ সাক্ষাৎকারে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার এজেন্ডাকে সমর্থন করার বিশ্বব্যাংকের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও মার্টিন রাইজার পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন, দেশের প্রধান স্বচ্ছতা, শাসনব্যবস্থা এবং কর প্রশাসনসহ ডিজিটালাইজেশন সংস্কার।

**দৈনিক যুগান্তর ১২-০২-২০২৫**

সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন

# অবৈধ আয় বৈধের পথ বন্ধের সুপারিশ

**দুদককে শক্তিশালী করতে রাজনীতি ও আমলানির্ভরতা কমানোর প্রস্তাব**

বৈধ কিন্তু উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দেওয়ার যে কোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা স্থায়ীভাবে বন্ধের সুপারিশ করেছে দুদক সংস্কার কমিশন। তারা মনে করে, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তফসিলভুক্ত যে কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে তদন্তপূর্ব আবশ্যিক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা বাতিল করা দরকার। এছাড়াও সংস্থাটিকে শক্তিশালী করতে রাজনীতি ও আমলানির্ভরতা কমানোসহ ৪৭ দফা সুপারিশ করেছে কমিশন। ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার ও ঘুস লেনদেনকে অবৈধ ঘোষণা এবং আইনে কালোটাকা সাদা করার ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে বন্ধে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের আওতায় সরকারি খাতের মতো বেসরকারি খাতেও ঘুস লেনদেন অবৈধ, কিন্তু সেটা এখনো কার্যকর হয়নি। এটা কার্যকর করতে হবে।

দুদকে নিয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন। দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতা বিবেচনায় একজন নারীসহ পাঁচজন দুদক কমিশনার নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। তাদের মেয়াদ হবে চার বছর। দুদকে শৃঙ্খলা অনুবিভাগ রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। এর দায়িত্ব হবে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে বরখাস্ত করা। দুদকের ভেতরের দুর্নীতি বন্ধে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে নজরদারি অব্যাহত রাখার সুপারিশও করেছে কমিশন।

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশে ছেড়ে পালানোর পর অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। এই সরকার বিভিন্ন খাতে সংস্কারের জন্য কমিশন গঠন করে। গত অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কারে কমিশন গঠন করা হয়। ড. ইফতেখারুজ্জামানের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন গত ৩ অক্টোবর কার্যক্রম শুরু করে। গত শনিবার কমিশন পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জমা দেয়।

জানা গেছে, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪; ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে ‘বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি’ নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে। দুদককে শক্তিশালী, কার্যকর ও ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে কমিশনারদের পদ বাড়ানো, নিয়োগ, সার্চ কমিটি, আইনের সংস্কার, বেতন বৃদ্ধি ও প্রণোদনার জন্য সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন। তারা বলছে, দেশে জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কোনো কৌশল নেই। দুর্নীতি দমন শুধু দুদকের একার কাজ নয়, এখানে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় অনেক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে। যেমন সংসদ, আইন ও বিচার বিভাগ, প্রশাসন, সেনাবাহিনী, বিভিন্ন কমিশন, ব্যবসা খাত ও রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজের দুর্নীতিবিরোধী ভূমিকা থাকতে হবে। যে জাতীয় কৌশল প্রণয়নের কথা বলা হচ্ছে, তাতে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা নির্ধারণ করা থাকবে। যার মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপগুলো কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে, তা নিয়মিতভাবে নজরদারি করতে হবে।

দুর্নীতি দমনে সব সেবামূলক খাত স্বয়ংক্রিয় বা অটোমেশনের আওতায় আনার সুপারিশ করেছে কমিশন। কমিশন বলছে, বেসরকারি খাতে ঘুস লেনদেন এখন পর্যন্ত অবৈধ নয়। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের আওতায় সরকারি খাতের মতো বেসরকারি খাতেও ঘুস লেনদেন অবৈধ, কিন্তু সেটা এখনো কার্যকর হয়নি। দুদককে শক্তিশালী করতে কয়েকটি আইন সংস্কারের তাগিদ দিয়েছে কমিশন। দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন এর একটি। যে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ করেন, তার সুরক্ষায় আইন করতে হবে। তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা আইন রয়েছে, তবে এর কোনো প্রয়োগ ও কার্যকর প্রচার নেই। এ আইন যথেষ্ট নয়। তাই আইনটি সংশোধন করে কার্যকর ও প্রচারের সুপারিশ করা হয়েছে।

অর্থ পাচার বন্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু আইন করার কথা বলেছে সংস্কার কমিশন। কমিশনের মতে, সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় অর্থ পাচার বন্ধ করা যাচ্ছে না। কমিশন বলছে, যে ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে আছেন, তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বন্ধুত্বের বলয় থেকে সিদ্ধান্ত নেন। এটা বন্ধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন আইন দরকার।

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি আয়-ব্যয় নিয়মিত প্রকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে সংস্কার কমিশন। তাদের মতে, রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি আয়-ব্যয় নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে। হলফনামার তথ্য প্রকাশ করতে হবে। যদি হলফনামায় পর্যাপ্ত তথ্য না থাকে, তথ্য গোপন করা হয় ও বৈধ আয়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ থাকে, তবে তার জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় থেকে জাতীয়, সব পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে তাদের পরিবারের সবার সম্পদের বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেবেন। সেটি নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করবে। এটি প্রতি বছর হালনাগাদ করতে হবে, যত দিন তারা জনপ্রতিনিধি থাকবেন।

দেশের প্রত্যেক নাগরিকের দেশ-বিদেশে থাকা ব্যাংক হিসাবের লেনদেন ‘কমন রিপোর্টিং প্র্যাকটিস’-এর আওতায় আনার কথা বলেছে কমিশন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটসহ (বিএফআইইউ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব লেনদেনের তথ্য জানতে পারবে। বেনামি প্রতিষ্ঠান গড়ে এস আলম কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বেনামি কোম্পানির তথ্য প্রকাশ করা হয় না উল্লেখ করে সংস্কার কমিশন বলেছে, তারা মনে করে, বেনামি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দেশের মানুষ জানে না। তাই বেনামি প্রতিষ্ঠানের মালিকানার তথ্য একটি জাতীয় রেজিস্ট্রারে উল্লেখ থাকা উচিত।

দুদকে সংস্কার কমিশন বলেছে, কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু সংখ্যা বাড়ালে হবে না। যেসব পেশা দুদকের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা যুক্ত সেখান থেকে দুদকের বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিতে হবে। শুধু আমলাদের নিয়োগে যে প্রধান্য দেওয়া হয়, তা থেকে সরে আসতে হবে। সংস্কার কমিশন চায় দুদক স্বাধীন ও কার্যকর হোক। তবে দুদকের কোনো স্বাধীনতা সীমাহীন নয়। দুদক যে কাজ করবে, তার জবাবদিহি থাকবে। ভালো কাজের যেমন প্রশংসা থাকবে, তেমন কাজ করতে না পারলে জবাবদিহি করতে হবে।

দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগে যে সার্চ কমিটি আছে, তাকে সার্চ ও পর্যবেক্ষণ কমিটি করার সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন। সার্চ কমিটির দুটি দায়িত্বের সুপারিশ করা হয়। এর একটি, নিয়োগে যাচাই-বাছাই করা। অন্যটি, কমিশন কী কাজ করছে, তা পর্যবেক্ষণ করে ছয় মাস পরপর প্রতিবেদন দেওয়া। রাজনৈতিক বিবেচনায় দুদকে নিয়োগ বন্ধে সাত সদস্যের বাছাই কমিটি করার সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন। দুদককে আমলাতন্ত্রমুক্ত করতে সচিব, মহাপরিচালক ও পরিচালক পদগুলোতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। যারা দুদকের কাজের জন্য নিজেদের যোগ্য মনে করবেন, তারা এসব পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ ছাড়া নিজস্ব প্রসিকিউশন বিভাগ ও প্রশিক্ষণ একাডেমি করা, ৫৪-এর ৩ ধারা বাতিল এবং বেতন দ্বিগুণ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

# দৈনিক মানবজমিন ১২-০২-২০২৫

**মানবাধিকার নিয়ে যেসব সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন**

**স্টাফ রিপোর্টার**

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, বুধবার

নাগরিকদের মানবাধিকার ও আইনের শাসন নিশ্চিতে বেশ কিছু সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছে পুলিশ সংস্কার কমিশন। অন্যদিকে সংবিধান সংস্কার কমিশনও মানবাধিকার নিশ্চিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে ক্ষমতায়ন করার সুপারিশ করেছে। এক্ষেত্রে সংস্কার কমিশন মানবাধিকার কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়ার সুপারিশ করেছে। পুলিশ সংস্কার কমিশন মানবাধিকার নিশ্চিতে যেসব সুপারিশ করেছে সেগুলো অবিলম্বে বাস্তবায়ন জরুরি বলে উল্লেখ করেছে।

মানবাধিকার নিশ্চিতে পুলিশ সংস্কার কমিশন মোট ৬টি সুপারিশ করেছে। যেগুলো অবিলম্বে বাস্তবায়ন জরুরি বলে মনে করছে সংস্কার কমিশন। ৬টি সুপারিশ হলো-

আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য সরাসরি সমস্ত পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষমতা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা; আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা বা তাদের প্ররোচনায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে, সংশ্লিষ্ট সংস্থাপ্রধান নিজেই যাতে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার প্রধান কার্যালয়েও একটি মানবাধিকার সেল কার্যকর থাকা; সংবিধান, বিভিন্ন আইন এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশনা পুলিশ কর্তৃক অমান্য করার দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে তাৎক্ষণিক প্রতিকার পাওয়ার জন্য নতুন হেল্পলাইন চালু করা কিংবা ট্রিপল নাইন (৯৯৯) কর্তৃক সেবার মধ্যে এ ধরনের অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করা; ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষার জন্য একটি সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা উচিত, যা জনবান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে; পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং জনবান্ধব পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে র?্যাবের (র?্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন) অতীত কার্যক্রম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ পর্যালোচনা করে এর প্রয়োজনীয়তা পুনর্মূল্যায়ন করা; জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্র-জনতাকে হত্যা ও আহত করার জন্য দোষী পুলিশ সদস্যদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় শাস্তি নিশ্চিত করা। এ ছাড়াও বন্দিদের পরিবহন ও হাজতের পরিবেশ নিয়েও পৃথক সুপারিশ দিয়েছে সংস্কার কমিশন। সেখানে বলা হয়েছে- পুলিশের তত্ত্বাবধানে থানা হাজত ও কোর্ট হাজতের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং বন্দিদের কোর্ট থেকে আনা-নেয়ার সময় ব্যবহারকারী যানবাহনগুলোতে মানবিক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচ্ছন্নতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার সুপারিশ করা হলো।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের সংস্কার রিপোর্টের মানবাধিকার ও আইনের শাসন অংশে বলা হয়েছে, পুলিশ রাষ্ট্রের অপরাধ বিচার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পুলিশ এবং অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করে এবং নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষিত রাখতে কাজ করে। এ কাজে কখনো কখনো শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় বটে, তবে সেটা আইনসিদ্ধ সীমার মধ্যে রাখা জরুরি। এই দ্বন্দ্বটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। পুলিশের নাগরিক সনদ অনুযায়ী তাদের লক্ষ্য হলো- সকল নাগরিককে নিরাপত্তা সেবা প্রদান করা এবং বসবাস ও কর্মোপযোগী নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। আর প্রধান উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে: আইনের শাসন সমুন্নত রাখা; সকল নাগরিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। সংস্কার রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশ পুলিশকে জনগণের জন্য এমন একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে যেখানে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারসহ আইনের শাসন সুরক্ষিত থাকবে। এই লক্ষ্যে পুলিশ সদস্যদের দক্ষতা ও ইতিবাচক ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, যা সংবিধানের চেতনা এবং সর্বজনীন মানবাধিকারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। আজকের দিনে পুলিশের জবাবদিহিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্নত বলপ্রয়োগের ক্ষমতা এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম থাকার কারণে তাদের আরও কঠোর জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করা এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু সামপ্রতিককালে বাংলাদেশ পুলিশের বিদ্যমান জবাবদিহিতার ব্যবস্থাটি কেবল অকার্যকরই হয় নাই, বরং এটি জনগণের আস্থাও হারিয়েছে। বর্তমানে এমন অনেক আইন, নিয়ম ও নির্দেশনা বলবৎ রয়েছে, যা স্পষ্টভাবে পুলিশের ক্ষমতার সীমা ও তাদের জবাবদিহিতার জায়গা

নির্ধারণ করে দিয়েছে। একইসঙ্গে মানবাধিকার রক্ষার জন্য তাদের ওপর কঠোর নির্দেশনাও জারি করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও পুলিশ প্রায়শই নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছে। এর ফলে পুলিশের ওপর জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা কমে গেছে এবং জনগণের বন্ধু হিসেবে বিবেচিত হওয়ার পরিবর্তে পুলিশ এখন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে গেছে। জানমাল রক্ষা এবং জনসেবা পুলিশের মূলনীতি হলেও, সেটি অর্থহীন হয়ে পড়ে যখন জনগণই তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করে এবং ভয় পায়। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসের ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পুলিশের ভূমিকা এই বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়, দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানসহ বিদ্যমান অন্যান্য আইনে স্পষ্টভাবেই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন এবং বেআইনি গ্রেপ্তার নিষিদ্ধ করেছে। এ ছাড়াও জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ মেনে চলতে বাধ্য, যার অনুচ্ছেদ ৫-এ বলা হয়েছে যে, 'কোনো ব্যক্তিকে নির্যাতন বা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির সম্মুখীন করা যাবে না'। আর বাংলাদেশ আইসিসিপিআর-এর সদস্য-রাষ্ট্র, যার অনুচ্ছেদ ৭ এ উল্লেখ রয়েছে যে, 'কোনো ব্যক্তিকে নির্যাতন বা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির সম্মুখীন করা যাবে না'। অন্যদিকে পুলিশ সংস্কার কমিশনের রিপোর্টের জনবান্ধব পুলিশ ব্যবস্থা গঠনে র?্যাবের প্রয়োজনীয়তার পুনর্মূল্যায়ন অংশে বলা হয়েছে, গত ১৫ বছরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলোর মধ্যে একটি বড় অংশ র?্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর সংশ্লিষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্যাতন এবং বেআইনি গ্রেপ্তারের মতো গুরুতর অভিযোগের কারণে র‍্যাব দেশীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এর কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিতর্কিত হয়েছে, এবং কিছু ক্ষেত্রে এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, ২০০৩ সালে যে প্রয়োজনের ভিত্তিতে র‍্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ২০২৫ সালে এসে নতুন করে মূল্যায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বাস্তবতায় র?্যাবের কার্যক্রমের পরিধি, এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এবং এর সার্বিক প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে পুনর্বিবেচনা করা উচিত। এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে না, বরং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সুসংহত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনায় পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে বলা হয়েছে, জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছাত্র-জনতাকে হত্যা ও আহত করার ঘটনায় দোষী পুলিশ সদস্য এবং তাদের নির্দেশদাতাদের যথাযথ বিচার নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ এটি কেবল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, বরং জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার এবং পুলিশের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গঠনের জন্য অপরিহার্য। গণ-অভ্যুত্থানের সময় ঘটে যাওয়া সহিংসতা জনগণের মনে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অবিশ্বাস তৈরি করেছে, যা দীর্ঘমেয়াদে পুলিশ-জনসম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে এটি ক্ষমতার অপব্যবহারের বৈধতা দেয়ার সমান হবে, যা ভবিষ্যতে আরও দমনমূলক আচরণের পথ প্রশস্ত করতে পারে। সঠিক বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষীদের শাস্তি প্রদান করলে এটি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এবং পুলিশ বাহিনীর মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি তৈরি করবে। একইসঙ্গে, এই পদক্ষেপ জনগণের কাছে একটি বার্তা দেবে যে, রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে এবং অন্যায় প্রতিরোধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি পুলিশকে সত্যিকার অর্থে জনবান্ধব হয়ে উঠতে সহায়তা করবে। আর বন্দিদের পরিবহন ও হাজতের পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, বন্দিদের জেলহাজত, কোর্ট হাজত এবং কোর্টে আনা-নেয়ার সময় ব্যবহৃত যানবাহনের আধুনিকায়ন ও পরিচ্ছন্নতার মান উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে ব্যবহৃত যানবাহনগুলো অনেক সময় অপ্রতুল, অস্বাস্থ্যকর এবং প্রয়োজনীয় সুবিধার অভাবে বন্দিদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এ লক্ষ্যে, বন্দিদের পরিবহনের জন্য আধুনিক ও নিরাপদ, মানবিক সেবার সুবিধা যুক্ত যানবাহন সংগ্রহ করা প্রয়োজন, যেখানে পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রযুক্তি সংযোজিত থাকবে। পাশাপাশি, যানবাহনগুলোর নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং বন্দিদের জন্য সুস্থ ও মানবিক পরিবেশ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। একই সঙ্গে, জেলহাজতের পরিবেশকে আরও উন্নত, পরিচ্ছন্ন এবং মানবিক করা অত্যন্ত জরুরি, যা বন্দিদের মানসিক স্বাস্থ্য ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনে সহায়তা করবে। এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের ফৌজদারি বিচারিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা বাড়াবে এবং বন্দিদের মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করবে। এদিকে নাগরিকদের মানবাধিকার নিশ্চিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান করার সুপারিশ করেছে সংবিধান সংস্কার কমিশন।

# দৈনিক ইনকিলাব ১২-০২-২০২৫

সংস্কার কর্মসূচির প্রতি বিশ্বব্যাংকের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত

## গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এবং সংস্কারে মার্কিন সহায়তা অব্যাহত কামনা প্রধান উপদেষ্টার

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গৃহীত চলমান সংস্কার কর্মসূচির প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে। বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন রেইজার গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেন।এ সময় মার্টিন রেইজার বাংলাদেশে চলমান সংস্কার কর্মসূচির প্রতি তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে উভয়ে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে কর ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন পদ্ধতি চালু এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসন ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয় আলোচনায় উঠে আসে।

বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন,বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে সুশাসন ও জবাবদিহিতার উন্নয়নে জরুরি সংস্কারে সহায়তা করছে, যার মধ্যে কর নীতি ও প্রশাসন, সরকারি ক্রয় এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত সংস্কার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রেইজার বলেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ, ভবিষ্যৎ সরকার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য এই সংস্কারগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, এই সংস্কারগুলো জনগণ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর সুশাসন ও জবাবদিহিতার প্রতি আস্থা তৈরি করতে সহায়তা করবে, যা ভবিষ্যতের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করবে। রেইজার কর প্রশাসন ও কর নীতির পৃথকীকরণের আহ্বান জানান, যাতে রাজস্ব ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। কর রেয়াত ও ছাড় দেওয়ার একমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ হওয়া উচিত সংসদ। প্রধান উপদেষ্টা জানান, তিনি সম্প্রতি একটি ্রঐকমত্য কমিশনঞ্চ গঠন করেছেন, যা ছয়টি প্রধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ আয়োজনে সহায়তা করবে। তিনি বলেন,একবার রাজনৈতিক দলগুলো সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছালে, তারা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে, যা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিক সরকার বাস্তবায়ন করবে। রেইজার সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন, যাতে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের গুণগত মান উন্নত করা যায়। বৈঠকে জাতীয় পরিচয়পত্রসহ শক্তিশালী ডিজিটালাইজেশন কর্মসূচির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। রেইজার বলেন, বিশ্বব্যাংক ঢাকা শহরকে এমন দেশগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত করতে সহায়তা করতে পারে, যাদের শক্তিশালী ডিজিটাল পরিচয় অবকাঠামো রয়েছে।

অপরদিকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এবং সংস্কারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সহায়তা কামনা করেছেন। ঢাকায় মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি জ্যাকবসনের সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি এই সহায়তা চেয়েছেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং বিশ্বব্যাপী ইউএসএআইডি'র কাজ স্থগিত করার বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।তারা অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার এজেন্ডা, রোহিঙ্গা সংকট, অভিবাসন এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন।

ড. ইউনূস একটি ঐকমত্য কমিশন গঠন এবং এর তত্ত্বাবধানে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ শুরু করার জন্য তার সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন। সংস্কারগুলোর বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোর পর রাজনৈতিক দলগুলো সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য 'জুলাই সনদে' স্বাক্ষর করবে বলে জানান। চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স জ্যাকবসন জোর দিয়ে বলেছেন, নতুন সরকারের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়া উচিত। তিনি সম্প্রতি দেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক শুরু হওয়া অপারেশন ডেভিল হান্ট' সম্পর্কেও প্রধান উপদেষ্টাকে জিজ্ঞাসা করেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, তিনি বাংলাদেশি সমাজে পুনর্মিলনের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিশোধের চক্র ভেঙে দেশে শান্তি ও সম্প্রীতির ভিত্তি তৈরি করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা সবাই এই দেশের সন্তান। তাই আমাদের মাঝে প্রতিশোধের কোনো স্থান থাকা উচিত নয়।' তিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে তাদের অভিযানের সময় যেকোনো মূল্যে মানবাধিকার বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশে

আশ্রয় নেয়া দশ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য মার্কিন প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মার্কিন সহায়তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ড. ইউনূস বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআরবি'র জীবন রক্ষাকারী প্রচেষ্টাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সহায়তা স্থগিত করার মার্কিন সিদ্ধান্তের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশ এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের হাইতির মতো দেশগুলোতে ডায়রিয়া ও কলেরাজনিত মৃত্যু প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে আইসিডিডিআর'বি-এর ভূমিকা তুলে ধরেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ইউএসএআইডি'র ক্ষেত্রে যাই ঘটুক না কেন, পুনর্গঠন, সংস্কার এবং পুনর্নির্মাণের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বাংলাদেশের মার্কিন সহায়তা প্রয়োজন। এটা এখন বন্ধ করার সময় নয়।

# দৈনিক ইনকিলাব ১২-০২-২০২৫

## তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে রিভিউ শুনানি দুই সপ্তাহ মুলতবি

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে রাজনৈতিক দল ও ছয় ব্যক্তির করা চারটি আবেদনের শুনানি ২ সপ্তাহ মুলতবি করেছেন আপিল বিভাগ।

গতকাল মঙ্গলবার আপিল বিভাগের সিনিয়র বিচারপতি মো: আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বিভাগ এ মুলতবি আদেশ দেন।

সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী জাতীয় সংসদে গৃহিত হয় ১৯৯৬ সালে। এ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ১৯৯৮ সালে অ্যাডভোকেট এম সলিম উল্লাহসহ তিনজন আইনজীবী হাইকোর্টে রিট করেন। ২০০৪ সালের ৪ আগস্ট হাইকোর্ট বিভাগ এ রিট খারিজ করেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বৈধ ঘোষণা করা হয়।

এ সংশোধনীর বৈধতা নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের অ্যাডভোকেট এম.সলিমউল্লাসহ অন্যরা ১৯৯৮ সালে রিট করেন। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রুল দেন। হাইকোর্ট বিভাগের বিশেষ বেঞ্চ চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০০৪ সালের ৪ আগস্ট রায় দেন।

এ রায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি আপিলের অনুমতি দেয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালে আপিল করে রিট আবেদনকারীপক্ষ। এই আপিল মঞ্জুর করে আপিল বিভাগের সাত বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ ২০১১ সালের ১০ মে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করে রায় দেন। এ রায়ের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয়ে আনা পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে পাস হয়। ২০১১ সালের ৩ জুলাই এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়।

৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর এ রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে আবেদন করেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তি। অন্য চারজন হলেন, তোফায়েল আহমেদ, এম. হাফিজউদ্দিন খান, জোবাইরুল হক ভূঁইয়া ও জাহরা রহমান।

আপিল বিভাগের ওই রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে গত ১৬ অক্টোবর একটি আবেদন করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

এছাড়া রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে গত বছরের ২৩ অক্টোবর আরেকটি আবেদন করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। পরে নওগাঁর রানীনগরের নারায়ণপাড়ার বাসিন্দা বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: মোফাজ্জল হোসেন আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে গত বছর আরেকটি আবেদন করেন।